২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্র. নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনা				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন –সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন –সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১	১	--	--	--	১	১২ মাস (৩৬.৩৬%)	--	--

১। **সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ শ্রম ও কর্মসংস্থান অধীনে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত মোট ০১টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।**

২। **সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারনঃ**

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত মেয়াদকাল	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ
১	২	৩	৪	৫
১.	**বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রম নিরসন (৩য় পর্যায়) প্রকল্প**	**৫৭৮৩.৪৯**	**০১ নভেম্বর, ২০১০ হতে ৩০ জুন, ২০১৪**	**প্রযোজ্য নয়**

৩। সমস্যা ও সুপারিশঃ

সমস্যা	সুপারিশ
১। **জনবল স্বল্পতাঃ** প্রকল্পে ১৬৬৭ টি কেন্দ্রের জন্য ০৬ জন সহকারী পরিচালক এবং ১৮ জন সুপারভাইজার পদ রাখা ছিল যা দিয়ে সুষ্ঠুভাবে তদারক ও পরিবীক্ষণের কাজ করা দুষ্কর।	১। ভবিষ্যতে গৃহীতব্য প্রকল্পের অবস্থান, কর্মপরিকল্পনা ও কাজের ব্যপ্তি সঠিকভাবে নিরুপন করে পর্যাপ্ত লোকবলের ব্যবস্থা রাখতে হবে- যাতে সঠিক তদারকী ও পরিবীক্ষণের মা ধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জন করা যায়।
২। **সার্ভিস চার্জের ব্যয় বিভাজন না থাকাঃ** এনজিওদের সাথে কৃত চুক্তিতে তাদের সার্ভস চার্জের ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট ব্যয় বিভাজন ছিলনা। ফলে এবিষয়ে প্রকল্প চলমান অবস্থায় মনিটরিং বা জবাবদিহিতার সুযোগ কম ছিল।	২। বাজারমূল্য ও জীবযাত্রার ব্যয়সহ সার্বিক দিক বিবেচনায় নিয়ে ভবিষ্যতে গৃহীতব্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে উপবৃত্তির হার, সার্ভিসচার্জ, পরিকল্পিত ব্যয় বিভাজন ইত্যাদি নির্ধারণ করতে হবে।
৩। **স্বল্পতম সময়ে জরীপ করাঃ** প্রকল্প শুরুতে সময় এনজিওদের মাধ্যমে স্বল্পতার কারণে দ্রুততার সাথে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশুদের জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয় যাতে ৫০,০০০ শিশুশ্রমিকের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মাত্র সপ্তাহখানেকের মধ্যে সম্পন্ন করা এই জরিপের মাধ্যমে কতটুকু বাস্তবসম্মত ও নির্ভুল তথ্য পাওয়া সম্ভব তা প্রশ্নবিদ্ধ থেকে যায়, যা এই প্রকল্পের মধ্যমেয়াদী মূল্যায়ন প্রতিবেদনেও উঠে এসেছে।	৩। দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ যুগোপযোগী ও বাস্তব চাহিদাভিত্তিক করে এর মেয়াদকাল, কোর্স ডিজাইন ও পর্যাপ্ত ম্যাটেরিয়ালের ব্যবস্থা করতে হবে। সফলভাবে সমাপনকারীদের সবাইকে প্রশিক্ষণ পরবর্তী টুলস প্রদান করা উচিত। এসব বিষয় পরবর্তী প্রকল্প প্রণয়ণের সময় যত্নবান হওয়া ও তদনুযায়ী সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

৪। **বাস্তবায়নকারীদের ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা না থাকাঃ** প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত প্রকল্প কর্মকর্তা, এনজিও কর্মকর্তা এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষক/ প্রশিক্ষদেরকে প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সম্পর্কে কোন ওরিয়েন্টেশন প্রদান বা তা বাস্তবায়নের জন্য মুদ্রিত কোন গাইডবুক তৈরী বা বিতরণ করা হয়নি।	৪। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জড়িত পরিবার বাধ্য হয়েই শিশু সন্তানকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে পাঠায়। অভিভাবকসহ নিয়োগদানকারী মালিক বা কর্তৃপক্ষের জন্য মোটিভেশন ও সচেতনতা বা উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম ভবিষ্যতে গৃহিতব্য প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন।
৫। **উপবৃত্তির হার কমঃ** বাজারমূল্য ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের তুলনায় শিশুদেরকে প্রদত্ত উপবৃত্তির(উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দৈনিক ৮/-) পরিমাণ যথেষ্ট কম ছিল।	৫। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ শেষে শিশুদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রাখতে হবে। দরিদ্র পরিবারগুলোর আয়বর্ধক/কর্মসংস্থানমূলক কাজের জন্য আর্থিক (ক্ষুদ্রঋণ প্রভৃতি) এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার বিষয়টি ভবিষ্যতে গৃহিতব্য প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।
৬। **প্রশিক্ষণার্থীদের সবাইকে টুলস না দেয়াঃ** দরিদ্র শিশুর পক্ষে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ পরবর্তী আয়বর্ধক কাজে যুক্ত হওয়ার জন্য কর্মক্ষেত্র কতটুকু প্রস্তুত? তাছাড়া কিসের ভিত্তিতে ২৫% বা ৫০% শিশুদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী টুলস প্রদান করা হয়েছে। বাকীদেরকে বাদ দেবার যৌক্তিকতা কতটুকু?	৬। এই প্রকল্প ছাড়াও অন্যান্য কর্মসংস্থান বা দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রকল্পের আওতায় অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহপূর্বক তা প্রকল্প অফিসসহ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টদের কাছে তথ্য ভান্ডার হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে।
৭। **আর্থিক সুবিধা বা ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা না থাকাঃ** মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা ও প্রকল্পের পূর্ববর্তী পর্যায়গুলোর মূল্যায়ন অভিজ্ঞতা প্রতীয়মান হয় যে, শিশুদের অভিভাবকদের জন্য আর্থিক সুবিধা বা ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার বা 'ইন্টারভেনশন ইস্যু' হতে পারতো যা এই প্রকল্পে ছিলনা।	৭। মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত কাযর্ক্রম হিসাবে দেশব্যাপী উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয় বা এনজিও কর্তৃক অনুরূপ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়ে থাকলে কেন্দ্রীয়ভাবে সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।
৮। **প্রকল্প পরবর্তী ডাটাবেজ বা তথ্য ভান্ডার না থাকাঃ** প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর অংশগ্রহণকারী শিশুদের পরবর্তী কার্যক্রম অর্থাৎ তাদের উপর অভিভাবক/পরিবারের আর্থিক অবস্থার কতটুকু পরিবর্তন হচ্ছে বা শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজের বাস্তব অবস্থা কি এবং দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে তাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরীর পরিস্থিতি মনিটরিং এর বিষয়াদি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত না থাকায় এবিষয়ে কোন ডাটাবেজ নেই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য অর্জন কতটুকু সম্ভব হয়েছে তা নিরুপন করা দুরূহ রয়ে গেছে।	৮। প্রকল্পটির দ্রুত অডিট সম্পন্ন করে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে।
৯। **অডিট না করাঃ** প্রকল্পের পিসিআর ও প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এই প্রকল্পের ইন্টার্নাল ও এক্সটার্নাল কোন প্রকার অডিট করা হয়নি।	

বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রম নিরসন (৩য় পর্যায়)
সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্তঃ জুন ২০১৪)

১। প্রকল্পের নাম : বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রম নিরসন (৩য় পর্যায়)

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

৩। উদ্যোগী মন্ত্রণালয় /বিভাগ : শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

৪। প্রকল্পের অবস্থান : দেশের সকল বিভাগের আওতায় ১৪টি জেলায় সিটি কর্পোরেশন/পৌর এলাকা।

৫। প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল মোট টাকা প্রঃসাঃ	সংশোধিত মোট টাকা প্রঃসাঃ	মোট টাকা প্রঃসাঃ	মূল	সংশোধিত			
৬৩১৩.১৬ ৬৩১৩.১৬ -	৬৮৬৪.০০ ৬৮৬৪.০০ -	৫৭৮৩.৪৯ ৫৭৮৩.৪৯ -	০১ নভেম্বর, ২০১০ হতে ৩০ জুন ২০১৩	০১ নভেম্বর, ২০১০ হতে ৩০ জুন ২০১৪	০১ নভেম্বর,২০১০ হতে ৩০ জুন,২০১৪	-	১২ মাস (৩৬.৩৬%)

৬। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

৬.১। পটভূমিঃ ১৮ বছরের কম বয়সী সকলেই শিশু। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট শিশুর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটির অধিক। এই শিশুরা কোন শ্রমে নিযুক্ত না হয়ে শিক্ষা গ্রহনের মাধ্যমে জীবনকে বিকশিত করবে-এটাই কাম্য। অথচ প্রায় ৬০ লক্ষ শিশু দারিদ্রের কারণে শ্রমে নিযুক্ত রয়েছে। যে সকল কাজে নিয়োজিত হওয়ার কারণে শিশুর নিরাপত্তা, কল্যাণ, আত্মবিকাশ ও সুস্থ্য জীবন প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয় তা-ই শিশুশ্রম। দারিদ্র্যের কারনেই মূলত শিশু শ্রম বন্ধ হচ্ছে না। দারিদ্র্য ছাড়াও জনসংখ্যার উর্ধবগতি, শিক্ষার অভাব, গনসচেতনতার অভাব, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী, প্রাকৃতিক বিপর্যয়,আইন প্রয়োগের অভাব, স্বল্প বেতনে শিশুশ্রমিকের সহজ প্রাপ্যতা, ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা, পারিবারিক বিচ্ছেদ, কুসংস্কার, পরিবারের আকার বড়, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, শহরে বস্তির বিস্তার, পিতা-মাতার মৃত্যু/স্থায়ী অনুপস্থিতি প্রভৃতি শিশুশ্রমের অন্যতম কারন। আমাদের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও আইএলও কনভেনশনে দেওয়া অঙ্গীকার অনুযায়ী ২০১৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে শিশুশ্রম মুক্ত দেশ হিসেবে পরিচিত করতে হবে। সুতরাং শিশুকে যে কোন শ্রমে নিয়োগ; বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ দান বন্ধ করতে হবে। এ আলোকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে শিশু শ্রমিককে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম হতে ফিরিয়ে এনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বি করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০০১ ও ২০০৫ সালে যথাক্রমে শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্পের ১ম ও ২য় পর্যায় গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম দূর করার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৬.২। উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের দীর্ঘ মেয়াদী উদ্দেশ্য হলো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম দূরীকরণ এবং স্বল্পমেয়াদী উদ্দেশ্য হলো নির্বাচিত ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টর থেকে শিশুশ্রম প্রত্যাহার করা। নিম্নে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হলোঃ

ক) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন মুলক প্রশিক্ষণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের সনাক্তকরণ;

খ) ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রমের দীর্ঘমেয়াদী বিরুপ প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা;

গ) ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের জন্য অপেক্ষাকৃত উন্নত কর্মসংস্থান তৈরী করা;

ঘ) সরকারী কর্মকর্তা, শ্রমিক, এনজিও এবংগবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়কে শক্তিশালী করা;

ঙ) ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং

চ) পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ থেকে সকল ধরণের শিশুশ্রম প্রত্যাহার ও দূরীকরণের কৌশলগত নীতি নির্ধারণ করা।

৬.৩। প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত তথ্যঃ

(ক) প্রকল্পটি মোট ৬৩১৩.১৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নভেম্বর, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৯/১১/২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

(খ) ০৫/০৪/২০১২ তারিখে প্রকল্প ব্যয় ৬৮৬৪.০০ লক্ষ টাকা ও মেয়াদ কাল নভেম্বর, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪ নির্ধারন করে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৭। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে- এনজিও'রমাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু চিহ্নিতকরণ, সার্ভে করা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান, দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রণোদনা হিসাবে উপবৃত্তি প্রদান ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সফল প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে মেশিন টুলস সরবরাহসহ জনসচেতনতা মূলক র‍্যালী ও সেমিনার আয়োজন ইত্যাদি।

৮। প্রকল্প পরিচলক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	মেয়াদ কাল	
		শুরু	শেষ
১।	জনাব মো: কাশেম মাসুদ উপসচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২৬/০১/২০১১	১৭/০৭/২০১৩
২।	জনাব মো: কাশেম মাসুদ যুগ্মসচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১৮/০৭/২০১৩	৩০/০৬/২০১৪

৯। প্রকল্পের সংশোধিত এডিপি অনুযায়ী সংস্থান এবং অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	সংশোধিত এডিপি সংস্থান ও লক্ষ্যমাত্রা			টাকা ছাড়	মোট ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
২০১০-২০১১	৫০.০০	৫০.০০	-	৫০.০০	৪৭.০২	৪৭.০২	-
২০১১-২০১২	১০০০.০০	১০০০.০০	-	১০০০.০০	১০৬.৩৪	১০৬.৩৪	-
২০১২-২০১৩	২০০০.০০	২০০০.০০	-	১৮০০.০০	১৬২০.৭১	১৬২০.৭১	-

২০১৩-২০১৪	৪২০০.০০	৪২০০.০০	-	৪২০০.০০	৪০০৯.৪২	৪০০৯.৪২	-
মোট =	৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০	-	৬২৫০.০০	৫৭৮৩.৪৯	৫৭৮৩.৪৯	-

১০। প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (পিসিআর এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে):

(In Lakh Taka)

Items of work (as per PP)	Unit	Target (as per PP)		Actual Progress	
		Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)
১	২	৩	৪	৫	৬
Pay of Officer	person	১৩০.০০	২৫	৯৮.০৯ (৭৫.৪৫%)	২৫ (১০০%)
Pay of Establishment	person	১০৩.০০	২৯	৯১.২৮(৮৮.৬২%)	২৯ (১০০%)
Festival Bonus	person	১৩.০০	৫৪	১০.৬৬(৮২%)	৫৪ (১০০%)
Local Travel	person	৫০.০০	২৫	৩১.১২(৬২.২৪%)	২৫ (১০০%)
Office Rent	No	৩৭.০০	০১	৩২.৭১(৮৮.৪০%)	০১(১০০%)
Postage	LS	০০.৭০	LS	০০.০৬(৮৫.৭১%)	LS
Telephone Bill	LS	০১.৯৮	LS	০১.৫১(৭৬.২৬%)	LS
Registration Fee for micro bus and motor cycle	No	০১.৬২	০১	০১.১৯(৭৩.৪৫%)	০১(১০০%)
Water	LS	০১.১৫	LS	০০.৯৪(৮১.৭৩%)	LS
Electricity	LS	০৫.১০	LS	০২.৫৩(৪৯.৬০%)	LS
Fuel	LS	২২.০০	LS	২১.৯৬(৯৯.৮২%)	LS
Insurance Bank charges	LS	০১.০০		০১.০০(১০০%)	LS
Printing Publishing and Research	LS	০২.৫০	LS	০১.৪১(৫৬.৪০%)	LS
Stationary Seal and Stamp	LS	০৪.০০	LS	০২.৯৯(৭৪.৭৫%)	LS
Book and Documents	LS	০০.৫০	LS	০০.৩৫(৭০%)	LS
Awareness and rally	No	২৪.২০	১৮	০২.৫০(১০.৩৩%)	০৪(২২.২২%)
Study tour	No	৩৫.০০	০১	৩১.৫৫(৯০.১৪%)	০১(১০০%)
Seminar	০৩	০৯.০০	০৩	০৪.০০(৪৪.৪৪%)	০২(৬৬.৬৭%)
Entertainment	LS	০৩.০০	LS	০১.৮২(৬০.৬৬%)	LS
NGO service charge for NFE and SDT	No	৩৩০০.০০	৫০০০০	২৬২৫.৭৩(৭৯.৫৬%)	৪৯৫০৪ (৯৯.০১%)

Honorarium Committee fee	LS	০৭.০০	LS	০৫.৮৭(৮৩.৮৬%)	LS
Survey	No	৩০.০০	০১	৩০.০০(১০০%)	০১(১০০%)
Evaluation	LS	০৪.০০	LS	০৪.০০(১০০%)	LS
Repair and Maintenance					
Motor Vehicles	LS	১০.০০	LS	০৮.৭৮(৮৭.৮%)	LS
Furniture	LS	০০.৫০	LS	০০.৩৮(৭৬%)	LS
Computer and Office Equipment	LS	০১.৫০	LS	০১.৫০(১০০%)	LS
Office Building	LS	০১.০০	LS	০০.১২(১২%)	LS
Grants in Aids					
Stipend for NFE. SDT	No	২২০০.০০	৫০০০০	১৯৭৪.১৮(৮৯.৭৩%)	৪৯৫০৪ (৯৯.০%)
Block Allocation	-				-
Project Completion Benefit	person	৪৯.০০	২৬	১২.৩৯(২৫.২৮%)	২৬(১০০%)
Acquisition of Assets	-	-	-	-	-
Micro- bus	No	২৪.৮৫	০১	২৪.৮৫(১০০%)	০১(১০০%)
Motor vehicle	No	০৪.৮০		০০.০০(০%)	
Tools and machineries for trades	-	৭০০.০০	-	৬৮৯.০০(৯৮.৪৩%)	-
Computer and Related Equipment	No	০৬.০০	১০	০৫.৪১(৯০.১৬%)	১০(১০০%)
Database preparation	No	০৫.০০	১	০৪.৮৭(৯৭.৪০%)	১(১০০%)
Office Equipment	LS	০২.৬০	LS	০০.০০(০%)	-
Furniture	No	০৩.০০	৫৩	০০.০০(০%)	-
TV filler, sticker, poster, leaflets etc	LS	২০.০০	LS	১৮.৫১(৯২.৫৫%)	LS
Contingency	LS	৫০.০০	LS	৪০.২৩(৮০.৪৬%)	LS
Total =		**৬৮৬৪.০০**	**-**	**৫৭৮৩.৪৯ (৮৪.২৫%)**	**-**

১১। কাজ অসমাপ্ত থাকলে উহার বিবরণঃ পিসিআর ও পরিদর্শন কালে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে মোটর সাইকেল, ফার্নিচার ও অফিস ইকুইপমেন্ট ক্রয় ব্যতীত প্রকল্পের আওতায় সমুদয় কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

১২। প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের বিবরণঃ

১২.১ শিক্ষা সফরঃ প্রকল্পের আওতায় শিক্ষা সফর বাবদ ৩৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। বিগত ৩০/০৯/২০১২ হতে ১০/১০/২০১২ তারিখ পর্যন্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ৭(সাত) জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধিদল ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ায় ১২ দিনের শিক্ষা সফরে অংশগ্রহন করেন। এই শিক্ষা সফর বাবদ ৩১.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এই খাতে ৩.৪৫ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

১২.২ এনজিও সার্ভিস চার্জ (উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ বাবদ): এনজিও সার্ভিস চার্জ বাবদ ৩৩০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২৬২৫.৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ১০৬ টি এনজিও'র মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাবদ জনপ্রতি ১৫০.০০ এবং প্রশিক্ষণ বাবদ ৫০০.০০ টাকা হারে সার্ভিস চার্জ প্রদান করা হয়েছে। চুক্তিভঙ্গ ও অনিয়মের জন্য সার্ভিস চার্জ কর্তনের কারণে অর্থ সাশ্রয় হয়েছে।

১২.৩ উপবৃত্তিঃ উপানুষ্ঠানিক বাবদ সময় নির্ধারণ ছিল মোট ২৪ মাস। প্রকল্প বাস্তবায়ন দেরিতে শুরু হওয়ায় এর মেয়াদ হ্রাস করে ১৮ মাস করা হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের জন্য উপবৃত্তির পরিমান যথাক্রমে জনপ্রতি ১৬০.০০ টাকা ও ২০০.০০ টাকা। এখাতে ২২০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৯৭৪.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অনুপস্থিতি ও ঝরে পড়ার কারণে অর্থ সাশ্রয় হয়েছে।

১২.৪ মেশিন টুলস ক্রয়ঃ মেশিন টুলস ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ৭০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৬৮৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন ট্রেডের জন্য প্রয়োজনীয় সেলাই মেশিন, ব্লক বাটিক টুলস, পার্লার বক্স, মেকানিক বক্স, মোবাইল সার্ভিসিং টুল প্রভৃতি টুলস/ মেশিন ক্রয় করা হয়েছে।

১২.৫ মাইক্রো বাস সংগ্রহঃ প্রকল্পের প্রথম অর্থ বছরেই বরাদ্দকৃত ২৪.৮৫ লক্ষ টাকার পুরোটা ব্যয় করে একটি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে। এটি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের কাজে ব্যবহার করছেন। প্রকল্প শেষে এটি সরকারী পরিবহনপুলে জমা প্রদান করা হয়েছে।

১২.৬ কম্পিউটার ক্রয়ঃ প্রকল্পের আওতায় ১০টি (২টি ল্যাপটপসহ) কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে। এ বাবদ বরাদ্দ ছিল ৬.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৫.৪১ লক্ষটাকা। এগুলো প্রকল্প অফিস এবং মন্ত্রণালয়ে ব্যবহৃত হয়েছে এবং অবশিষ্টগুলি অকেজো হয়ে গেছে যা স্টোরে জমা রয়েছে বলে জানা যায়।

১২.৭ জরীপঃ এনজিওদের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশুদের জন্য একটি জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয় যাতে বরাদ্দকৃত ৩০.০০ লক্ষ টাকার পুরোটাই ব্যয় হয়েছে।

১২.৮ অন্যান্যঃ জনবল খাতে কর্মকর্তদের বেতনের জন্য বরাদ্দকৃত ১৩০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৯৮.০৯ লক্ষ টাকা, এস্টাব্লিশমেন্ট খরচ ১০৩.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৯১.২৮ লক্ষ টাকা, উৎসব বোনাস বাবদ ১০.৬৬ লক্ষ টাকা, Awerness ও র‍্যালী বাবদ মোট ২৪.২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২.৫০ লক্ষ টাকা। এ ছাড়া প্রচারের জন্য লিফলেট, পোষ্টার প্রভৃতি মুদ্রণ করা হয়েছে। বিলবোর্ড স্থাপন এবংটিভি ফিলার প্রচার করা হয়েছে। এ বাবদ ২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল যার মধ্যে ১৮.৫১(৯২%) টাকা ব্যয় হয়েছে। এছাড়া মোটর সাইকেল ক্রয়, অফিস ইকুইপমেন্ট রক্ষণাবেক্ষণ, ফার্ণিচার ক্রয়ের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ অব্যয়িত রয়েছে

১৩। ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যঃ এই প্রকল্পের প্রথমে একটি মাইক্রোবাস ক্রয়ের জন্য ২২/৫/২০১১ তারিখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ৩টি প্রতিষ্ঠান দরপত্র জমা দেয় এবং ২টি রেসপনসিভদরপত্র হতে কার্যদেশ পায় সিল্ক সিটি ট্রান্সপোর্ট লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠান। এই প্রকল্পের মূল কাজ সম্পন্ন করা হয় এনজিও'র মাধ্যমে। এনজিও সিলেকশনের জন্য ০৮/৬/২০১১ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে ৬৯১টি প্রস্তাব পাওয়া যায় তন্মধ্যে ৩৩১টি রেসপন্সিভ এনজিও'র প্রস্তাব হতে ১০৬টি এনজিও চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। এরপর ৩টি এনজিও চুক্তি না করায় ও ২টি জরীপ সম্পন্ন না করায় তৎপরিবর্তে মানক্রমিক অনুযায়ী ৫টি এনজিও পুনরায় নির্বাচিত হয়।

এছাড়া ৮টি কম্পিউটার ও ২টি ল্যাপটপ ক্রয়ের জন্য ০৪/৩/২০১৩ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে ৪টি দরপ্রস্তাব পাওয়া যায় যার সবগুলোই রেসপন্সিভ ছিল। সবশেষে ইনডেক্স আইটি লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠান সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে কার্যাদেশ লাভ করে। ৩টি টিভি ফিলার নির্মানের জন্য ১৬/৩/২০১৩ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে দরপ্রস্তাব প্রাপ্তি সংখ্যা - ২টি, রেসপনসিভ - ২টি এবং কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান - ন্যাশনাল কমিউনিকেশন সেন্টার। ৭টি বিলবোর্ড স্থাপনের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় ১৬/৩/২০১৩ তারিখে যাতে দরপ্রস্তাব পাওয়া যায় ৩টি (রেসপনসিভ - ৩টি) এবং সেভেন স্টার পাবলিসিটি নামক প্রতিষ্ঠান কার্যাদেশ লাভ করে।

প্রকল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রয় কার্যক্রম ছিল ৩টি লটে টুলস ক্রয়। এর জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় ১০/৪/২০১৪ তারিখে; যাতে দরপ্রস্তাব প্রাপ্তি সংখ্যা: লট ১(সেলাই মেশিন) এ ৩টি, লট ২(ব্লক-বাটিক ও বিউটিপার্লার সরঞ্জাম) এ ৩টি এবং লট ৩(রেডিও টিভি সাইকেল মেরামত টুলস) -এ ৪টি, যার সবগুলিই নন-রেসপনসিভ হিসেবে বিবেচিত হয়। ফলে ২৬/৫/২০১৪ তারিখে পূনরায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়,যাতে দরপ্রস্তাব প্রাপ্তি সংখ্যা: লট ১ এ ২টি, লট ২ এ ৫টি এবং লট ৩ এ ৪টি, তন্মধ্যে রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে লট ১ - ১টি, লট ২ - ২টি ও লট ৩ - ২টি। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো হল: লট ১ এ খান ব্রাদার্স, লট ২ এ থ্রি এঞ্জেল মেরিন লিমিটেড এবং লট ৩ এ রফিক এন্টারপ্রাইজ জেভি বর্নালী ট্রেডার্স । সকল ক্রয় কার্যক্রম পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানা যায়।

১৪। পরিদর্শন বর্ণনাঃ "বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন (৩য় পর্যায়)'' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়ন করতে গিয়ে বেশ কয়েকটি এনজিও এবং প্রকল্প কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন বিবরন নিচে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১৪.১ পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রঃ পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কাজ করেছে। প্রকল্প মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে ২৭/০৯/২০১৫ তারিখে এনজিও কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে এনজিওর নির্বাহী পরিচালক, প্রোগ্রাম ম্যানেজারসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিল। এনজিওটির কর্ম এলাকা ছিল নিম তলা বিশ্বরোড, ইব্রাহীম কলোনী, মকবুল মিস্ত্রি রোড, কুড়ি পুকুর পাড়, ইউসুফ কলোনী, লোহারপুল, ধুপপুল বন্দর, মাইজ পাড়া, মাজার রোড, বন্দর দক্ষিণ, হালিশহর, স্টল গোলক্রসিং, বন্দর চট্টগ্রাম ইত্যাদি। এই এলাকায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ১৫টি টি কেন্দ্রে মোট শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ৪৫০ এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ২২টি কেন্দ্রে মোট প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা ৪৪৭। সফলভাবে প্রশিক্ষণ শেষ করার পর টেইলারিং এন্ড এমব্রয়ডারী ট্রেডে ৫০ টি সেলাই মেশিন, ব্লক বাটিক এমব্রয়ডারী ট্রেডে ২০টি ব্লক বাটিক বক্স এবং রেডিও টিভি মেকানিক ট্রেডে ২০টি টুলস বক্স প্রদান করা হয়।

ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজতি শিশুশ্রম নিরসনের কর্মকান্ডে এনজিওটির অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানেত চাইলে নির্বাহী পরিচালক জানান, এই প্রকল্পের সীমিত বাজেট বরাদ্দের মধ্যেই কাজটি করা হয়েছে। প্রথমত জরীপ কার্য পরিচালনার জন্য খুবই কম সময় দেয়া হয়েছে যাতে নির্ভুল বা গ্রহণযোগ্য একটি জরীপ করা কষ্টসাধ্য। এছাড়া এই প্রকল্পের আওতায় উদ্বুদ্ধকরণ কাজে কোন বরাদ্দ ছিলনা, ফলে শিশুশ্রমিকদের ঝড়ে পড়া রোধ করার জন্য যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের জন্য যে সময় বরাদ্দ ছিল তা অপ্রতুল। একটি ট্রেডে দক্ষতা অর্জনের জন্য ন্যূনতম বিষয়াদি শিক্ষা দেবার সময় দেয়া উচিত । এছাড়া প্রশিক্ষণ শেষে এনজিও ভেদে বিভিন্ন ট্রেডে সব প্রশিক্ষণার্থীকে টুলস না দিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের একটি অংশকে দেয়া হয়েছে। কোথাও ২৫% কোথাও ৫০% বা কোথাও ৩০% প্রশিক্ষণার্থীকে টুলস দেয়া হয়েছে। বাকীদেরকে দেয়া হয়নি- শুধু সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিজাইনে সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী সকল শিশুকেই টুলস দেয়ার বিধান রাখা উচিত ছিল বলে তিনি জানান। এছাড়া সরবাহকৃত টুলসগুলোর মান ভাল ছিলনা বলে তিনি মন্তব্য করেন।

১৪.২ যুব একাডেমীঃ প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে ২৮/০৯/২০১৫ তারিখে যুব একাডেমী পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে এনজিওর চেয়ারম্যান, নির্বাহী পরিচালক ও সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। যুব একাডেমী চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কাজ করেছে। গঙ্গা বাড়ী, মন্দির, কলা বাগান, আশরাফ আলী রোড, ব্রিক ফিল্ড রোড, শুটকি পট্টি, ডিসি রোড, ফিরিঙ্গি বাজার, ১২৯ ডিসি রোড, বোরহান কলোনী সাতকানিয়া, নাজুমিয়া লেন কোতোয়ালী চট্টগ্রাম ইত্যাদি তাদের কর্ম এলাকা ছিল। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মোট ১৫টি কেন্দ্রে মোট শিক্ষার্থীদের

সংখ্যা ৪৫০ এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ২২টি কেন্দ্রে মোট প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা ৪৪৭। প্রশিক্ষণ শেষে টেইলারিং এন্ড এমব্রয়ডারী ট্রেডে ৪৩ টি সেলাই মেশিন, ব্লক বাটিক এমব্রয়ডারী ট্রেডে ৮০ টি ব্লক বাটিক বক্স এবং হস্ত শিল্প ট্রেডে ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে টুলস কিট প্রদান করা হয়।

শিশুশ্রম নিরসনের সরকারী উদ্যোগের প্রশংসা করে নির্বাহী পরিচালক জানান এই প্রকল্পটি খুবই জরুরী এর সাথে যুক্ত থাকতে পেরে আমরাও আনন্দিত। তবে বাস্তবায়নকালে বেশ কিছু সমস্যার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। প্রথমত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য কোন বই দেয়া হয়নি, যা আমাদের স্বীয় উদ্যোগে সংগ্রহ করতে হয়েছে। সব এলাকার শিক্ষাকেন্দ্রের ব্যয় সমান নয়, সব ট্রেডেরও দক্ষ প্রশিক্ষকের বেতন সমান নয় অথচ সব এনজিওর জন্য সমান সার্ভিস চার্জ ধরা হয়েছে- যা যৌক্তিক নয়। এছাড়া দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মেয়াদ বেশি হওয়া উচিত ছিল। প্রশিক্ষণের শুরুতে সকল প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য মেশিন টুলসের ব্যবস্থা রয়েছে শোনা গেলেও প্রশিক্ষণান্তে সকল শিক্ষার্থীদের মধ্যে ট্রেড ভেদে এক চতুর্থাংশ, এক তৃতীয়াংশ বা অর্ধেক বা ক্ষেত্র বিশেষে নামমাত্র অল্পসংখ্যক শিশুকে টুলস প্রদান করা হয়েছে। সরবরাহকৃত সেলাই মেশিনের মান ভাল ছিলনা। ব্লক ও বাটিকের জন্য যে টুলস প্রদান করা হয়েছে সেগুলোও মানসম্মত ছিলনা। এই টুলসগুলো দরিদ্র শিশুশ্রমিকদের প্রদান করা হয়েছে। তাদের জন্য কর্মসংস্থানের যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল নিম্নমানের মেশিন/টুলস ব্যবহার করে তা অর্জন দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। প্রশিক্ষণ শেষে শিশুদেরকে ঋণ বা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা গেলে ভাল হতো।

১৪.৩ একশন ইন ডেভেলপমেন্ট (এইড অর্গানাইজশন): একশন ইন ডেভেলপমেন্ট (এইড অর্গানাইজশন) এর কর্মকান্ড মূল্যায়নের জন্য ১৩/০৯/২০১৫ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে নির্বাহী পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। এনজিওটি ঢাকার মোহাম্মদপুর শ্যামলী (আদাবর-১, আদাবর-১৬, ০৮, ১০, শেখেরটেক-১০, বালুর মাঠ মোঃপুর) এলাকা কাজ চালিয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মোট ১৫টি কেন্দ্রে মোট শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ৪৫০ এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ২২টি কেন্দ্রে মোট প্রশিক্ষণার্থী ছিল ৪৪৭ জন । প্রশিক্ষণ শেষে টেইলারিং এন্ড এমব্রয়ডারী ট্রেডে ২৮ টি সেলাই মেশিন, ব্লক বাটিক এমব্রয়ডারী ট্রেডে ১৮৭ টি ব্লক বাটিক বক্স এবং মোবাইল সার্ভিসিং ট্রেডে ২১ জন প্রশিক্ষণার্থীকে টুলস কিট প্রদান করা হয়।

আলোক চিত্রঃ শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠদানের চিত্র।

প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে তার জানান যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য বাচ্চাদেরকে শিক্ষা কেন্দ্র নিয়মিত উপস্থিত রাখা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। যেহেতু তারা দরিদ্র ও অর্থ উপার্জনের সাথে জড়িত তাই তাদের কাছে ২-৩ ঘন্টা ক্লাসে সময় দেয়ার চেয়ে বাইরে অর্থ উপার্জনেই বেশী আগ্রহী থাকে। তাছাড়া উপবৃত্তির পরিমানটাও যথেষ্ট কম ছিল। ফলে আমাদের অন্যান্য কাজের সাথে সমন্বয় করে শিশুদের অভিভাবক ও মালিকদেরকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে হয়েছে। প্রকল্পে এসব কাজের জন্য কোন বরাদ্দ ছিলনা।

এছাড়া সার্ভে করার জন্য মাত্র সপ্তাহ খানেক সময় দেয়া হয়েছে যা অপ্রতুল। প্রকল্প কার্যালয় হতে অনেক সময়ই বিল পেতে দেরি হয়েছে। শিক্ষক/প্রশিক্ষকদের অধিকাংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা নূন্যতম এইচএসসি বা ডিগ্রিপাস ছিল। শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের জন্য উপযুক্ত সম্মানী বা বেতনের ব্যস্থা রাখা উচিত। এছাড়া শিশুদের মধ্যে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষনের জন্য খুব আগ্রহ ছিল। তাদের মতে প্রশিক্ষণের মেয়াদ বাড়ানো দরকার যাতে তারা দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

১৪.৪ সেবা মানব কল্যান কেন্দ্র (এসএমকেকে): ঢাকার ভাটারা, জোয়ার সাহারা, কুড়িল চেয়ারম্যান বাড়ি, কুড়িল মেম্বার বাড়ি, মৃদাবাড়ী, কাজী বাড়ি, জোয়ারসাহারা বস্তি, বাড্ডা প্রভৃতি এলাকায় সেবা মানব কল্যান কেন্দ্র (এসএমকেকে) তাদের কাজ চালিয়েছে। এই প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়নের লক্ষ্যে ১৫/০৯/২০১৫ তারিখে এসএমকেকে'র কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়। পরিদকোকাকোলা, শনকালে নির্বাহী পরিচালকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনে জানা যায় এই এনজিওর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মোট ১৫টি কেন্দ্রে মোট শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ৪৫০ এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ২২টি কেন্দ্রে মোট প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা ৪৪৬। সফলভাবে প্রশিক্ষণ শেষ করার পর টেইলারিং এন্ড এমব্রয়ডারী ট্রেডে ২৮ টি সেলাই মেশিন, বিউটি পার্লার ট্রেডে ৩৭টি পার্লার কিট বক্স, ব্লক বাটিক এমব্রয়ডারী ট্রেডে ৩৭টি ব্লক বাটিক বক্স, সাইকেল ও রিক্সা মেরামত ট্রেডে ৩৩টি টুলস বক্স এবং মোবাইল সার্ভিসিং ট্রেডে ৬০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে টুলস কিট প্রদান করা হয়।

আলোকচিত্রঃ শিক্ষা উপকরণ হাতে শিশু এবং টুলস বিতরণের চিত্র।

প্রকল্প প্রণয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে এনজিওদের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশুদের একটি জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়। এনজিও'র নির্বাহী পরিচালকের সাথে কথা বলে জানা যায় সময় স্বল্পতার কারণে জরিপ কাজ দ্রুততার সাথে শেষ করা হয়। মাত্র সাত দিনে জরীপ কাজ চালানো হয়েছে। দেশব্যাপী মাত্র সাতদিনে ৫০০০০ শিশুকে জরিপ করার সময়কাল যুক্তিসংগত নয়। জরিপের আওতায় শিশু নির্বাচন প্রক্রিয়া কতটুকু সুষ্ঠু হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। তিনি প্রকল্প সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে গিয়ে বলেন কয়েকটি ট্রেডে শিশুদের আগ্রহ বেশি ছিল যেমন- টেইলারিং ও এমব্রয়ডারী, ব্লক ও বাটিক, সাইকেল ও রিক্ষা মেরামত এবং মোবাইল সার্ভিসিং। তবে মোবাইল সার্ভিসিং ট্রেডসহ অন্যান্য ট্রেড চালানোর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থে ভাল প্রশিক্ষক জোগাড় করা অসম্ভব ছিল। এখাতে বাস্তবভিত্তিক বরাদ্দ প্রদান করা উচিত ছিল।

১৪.৫ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (পিইউএস):

"বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন (৩য়পর্যায়)'' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়ন করতে ০৫/১০/২০১৫ তারিখে পল্লী উন্নয়ন সংস্থা নামক এনজিও কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে নির্বাহী পরিচালকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (পিইউএস) ঢাকার সদরঘাট, বন্ধঘাট, ওয়াইজ ঘাট, নৌকা ঘাট, পাটুয়াটুলি, পাটুয়াটুলি লেন, বাদামতলী, স্টিমার ঘাট, পোড়াবাড়ি, বাবু বাজার কোতোয়ালী প্রভৃতি এলাকায় তাদের কাজ চালিয়েছে। তারা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মোট ১৫টি কেন্দ্রে মোট শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ৪৫০ জন। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ২২টি কেন্দ্রে মোট প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা ৪৪৪ জন

।সফলভাবে প্রশিক্ষণ শেষ করার পর টেইলারিং এন্ড এমব্রয়ডারী ট্রেডে ২২ টি সেলাই মেশিন, ব্লক বাটিক এমব্রয়ডারী ১৬২টি ব্লক বাটিক বক্স, রেডিও টিভি মেকানিক ট্রেডে ৩২টি টুল বক্স এবং মোবাইল সার্ভিসিং ট্রেডে ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে টুলস কিট প্রদান করা হয়।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিষয়ে নির্বাহী পরিচালককে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের জন্য বই সরবরাহ করা হয়নি বা এনজিওদের সাথে কৃত চুক্তিতে তার উল্লেখ ছিলনা। এনজিও নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বই সংগ্রহ ও শিশুদেরকে প্রদান করেছে। এছাড়া সবএলাকায় এনজিওদের পরিচালনা ব্যয় সমান নয়। যেমন ঢাকা শহরে একটি কেন্দ্র পরিচালনা ও প্রশিক্ষক নিয়োগ প্রদানে যে পরিমাণ ব্যয় করা প্রয়োজন তার তুলনা ঢাকার বাইরে জেলা শহরের ব্যয় অনেক কম হবে। কিন্তু এই প্রকল্পে সব এনজিওকে সমান সার্ভিস চার্জ প্রদান করা হয়েছে যা যুক্তিসংগত নয়। এছাড়া মালিক ও অভিভাবকদের উদ্বুধকরণ কার্যক্রমের কোন বরাদ্দ নেই যা অন্তর্ভূক্ত করা প্রযোজন ছিল।

১৪.৬ সোসাইটি ফর ব্রাইট সোসাল সার্ভিসেস (এসবিএসএস):

সোসাইটি ফর ব্রাইটসোসাল সার্ভিসেস (এসবিএসএস) ঢাকার দক্ষিণ বাড্ডা, ইন্দারপাড়, মুগদা, দক্ষিণ মুগদা পাড়া, ব্যাংক কলোনী, পশ্চিম নন্দিপাড়া, রসুল বাগ, দক্ষিণগাঁও ৭/৩/সি-২ রাজার বাগ, জোড়া মসজিদ খিলগাঁও/সবুজবাগ এলাকায় শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্পের কার্যক্রম চালায়। এদের কর্মকান্ড মূল্যায়নের লক্ষ্যে ১৪/০৯/২০১৫ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে এনজিও'র চেয়ারম্যান, নির্বাহী পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। নির্বাহী পরিচালক জানান উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মোট ১৫টি কেন্দ্রে মোট শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল ৪৫০ এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ২২টি কেন্দ্রে মোট প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা ৪৪৬। প্রশিক্ষণ শেষে টেইলারিং এন্ড এমব্রয়ডারী ট্রেডে ৩৭ টি সেলাই মেশিন, বিউটি পার্লার ট্রেডে ১১২টি পার্লার কিট বক্স এবং মোবাইল সার্ভিসিং ট্রেডে ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে টুলস কিট প্রদান করা হয়।

আলোকচিত্রঃ টুলস বিতরণ এবং পাঠদান চিত্র।

শিশু ঝরে পরা রোধ করতে কি পদক্ষেপ নিয়েছেন জানতে চাইলে সংশ্লিষ্টরা জানান- নিয়মিতভাবে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য অভিভাবক ও শিশু শ্রমিকের কর্মক্ষেত্রের মালিকদেরকে নিয়ে বারংবার বসতে হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় এসব কর্মকান্ডের জন্য কোন বরাদ্দ ছিলনা। অথচ শিশুশ্রম নিরসনের জন্য অভিভাবক ও শিশুদের নিয়োগকারির সাথে সচেতনতামূলক কর্মকান্ড সবচেয়ে জরুরী। দারিদ্রের জন্যই একটি শিশু কাজে জড়িয়ে পড়ে, অভিভাবকরাও না চাইলেও বেচে থাকার তাগিদেই শিশুকে কাজে পাঠায়। তাই নিরসন কর্মকান্ডের সাফল্য তাই অভিভাবকের সচেতনতার উপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল।

শিশুর অভিভাবক ও মালিকদের জন্য কর্মকান্ড এবং বরাদ্দ নাথাকায় এই কাজে ভাটা পড়েছে। এনজিওরা তাদের নিজস্ব আয়োজনে এসব খরচ বহন করেছে।

১৪.৭ উন্নয়নঃ

উন্নয়ন এনজিও এর কার্যক্রম মূল্যায়ন করতে ১৪/১০/২০১৫ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে এনজিওর নির্বাহী পরিচালক ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। এনজিওটি ঢাকার কেরানী গঞ্জ, শুভাড্যা এলাকায় কার্যক্রম চালায়। উন্নয়ন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মোট ২১টি কেন্দ্রে মোট শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ৬৩০ জন ।দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ২২টি কেন্দ্রে মোট প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা ৬২৫ জন । প্রশিক্ষণ শেষে টেইলারিং এন্ড এমব্রয়ডারী ট্রেডে ৬৯টি সেলাই মেশিন, বিউটি পার্লার ট্রেডে ৩৮টি পার্লার কিট বক্স এবং মোবাইল সার্ভিসিং ট্রেডে ৪২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে টুলস প্রদান করা হয়।

কেন্দ্রসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শন ও মনিটর করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার জানান প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য সিএমসি কমিটি করা হয়েছে। এরা সবসময় নিয়মিতভাবে বসতে পেরেছে তা নয় তবে, এনজিওর পক্ষ থেকে নিয়মিত মনিটরিং করা হয়েছে। বিশেষ করে উপানুষ্ঠানিক পাঠদান, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের জন্য নিয়মিত কেন্দ্র পরিদর্শন কার হয়েছে। তিনি এর পরিদর্শন বহি দেখান যাতে দেখা যায় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজার ও সহকারী পরিচালকদের পরিদর্শন ও নির্দেশনা লিপিবদ্ধ রয়েছে। তবে কয়েকটি পরিদর্শণ বর্ণনায় উপস্থিতি কম ও ঝরে পড়া রোধ করার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা পরিলক্ষিত হয়।

১৪.৮ এ্যালায়েন্স ফর কো-অপারেশন এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ (একলাব):

এ্যালায়েন্স ফর কো-অপারেশন এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ (একলাব) নামক এনজিওটি ঢাকার সাভার থানায় ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্পের আওতায় কাজ করেছে। গত ১৪/১০/২০১৫ তারিখে এনজিওটি পরিদর্শনকালে এবিষয়ে জানতে চাইলে একলাব এর নির্বাহী পরিচালক জানান ঢাকা জেলার সাভার থানায় ২২টি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রের প্রশিক্ষণার্থী ছিল ৪৪৫ জন। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো হলো আমিনবাজারে ৪ টি , দেওয়ানবাড়ীতে ৩ টি , বলিয়ারপুরে ৩ টি , যাদুরচরে ৩টি , জয়নাবাড়ীতে ৪ টি , নিমেরটেকে ২ টি এবং তেতুলঝোড়াতে ৩ টি। প্রতিটি স্কুলে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি সিএমসি কমিটি গঠন করা হয়।

২২ টি কেন্দ্রে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সময়সূচী ছিল সকাল ৭-৯ টা; ৮-১০ টা ও ৯-১১ টা এবং ৩-৫ টা পর্যন্ত কেন্দ্র সমূহে শনিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত শিক্ষা প্রদান করা হয়। বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ যেমন: টেইলারিং এন্ড এমব্রয়ডারী, মোবাইল সার্ভিসিং, বিউটি পার্লার ইত্যাদি ট্রেডগুলো শিখানো হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের উপস্থিতির হার শতকরা ৯৮ ভাগ বলে জানা যায়। উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে নিয়মিতভাবে উপবৃত্তি (উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সময় ১৬০/- টাকা করে এবং প্রশিক্ষণের সময় ২০০/- টাকা করে) প্রদান করা হয়েছে। সফলভাবে প্রশিক্ষণ শেষ করার পরটেইলারিং এন্ড এমব্রয়ডারীট্রেডে ৩৪ টি সেলাই মেশিন, বিউটি পার্লার ট্রেডে ৩৭টি পার্লার কিট বক্স এবং মোবাইল সার্ভিসিংট্রেডে ৮০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে টুলস কিট প্রদান করা হয়।এছাড়া শিক্ষক/শিক্ষিকাদের নিয়ে স্টাফ সভা, অভিভাবকদের নিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা সহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক দিবস পালনসহ নানান কার্যক্রম নিয়মিতভাবে করা হয়।

প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান প্রতি সপ্তাহে দুইদিন নিয়মিত কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করা হয়। কেন্দ্রের প্রশিক্ষণার্থী কম হলে প্রশিক্ষার্থীদের কর্মস্থলে ও বাড়িতে গিয়ে তাদেরকে কেন্দ্রে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। প্রশিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ১০০ ভাগ নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষককে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। কেন্দ্রের পরিবেশ পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি লক্ষ্য রাখা হয়।

১৪.৯ প্রকল্প কার্যালয় পরিদর্শনঃ

পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প পরিচালকের সাথে প্রকল্পের সার্বিক বিষয়াদি নিয়ে কথা হয়। তিনি জানান, প্রকল্পটি কার্যকর পদ্ধতিতে পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত হয়েছে।

প্রথমত, দেশের ১৪টি জেলায় সিটি কর্পোরেশন/পৌর এলাকায় এবং দুটি উপজেলায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালানো হয়েছে। সারা দেশব্যাপি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের অংশগ্রহন রয়েছে। আরও জেলা এবং উপজেলা পর্যায়েও ব্যাপক সংখ্যক শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সাথে জড়িত রয়েছে যাদেরকে এ প্রকল্পের

অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। এছাড়া প্রকল্পের বিস্তৃত কার্যাবলী সঠিকভাবে মনিটর ও তদারক করার জন্য পর্যাপ্ত জনবলের অভাব ছিল। প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রম তদারকী ও পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে ১৬৬৭ টি কেন্দ্রের জন্য ০৬ জন সহকারী পরিচালক এবং ১৮ জন সুপারভাইজার পদের ব্যবস্থা ছিল যা অপ্রতুল। প্রকল্প পরিচালক বলেন সীমিত লোকবল দিয়েই প্রকল্পটি সফলভাবে শেষ করা হয়েছে।

উপবৃত্তির যে পরিমাণ ধরা ছিল তা বাজারমূল্য ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের তুলনায় খুবই কম। এছাড়া সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারীদের জন্য আর্থিক প্রণোদনা বা ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করা গেলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য সাধনে বড়ধরণের অগ্রগতি হতো। প্রকল্পের ডিজাইনে সকল এনজিও কর্মী ও অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের জন্য মোটিভেশনাল কর্মসূচী থাকলে ভাল হতো বলে তিনি জানান। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় প্রথমে প্রশিক্ষদের কোন গাইডলাইন বা ম্যানুয়েল ছিলনা কিন্তু দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের সময় তা প্রদান করা হয়।

প্রকল্পের পিসিআর সময়মতো প্রেরণ করা হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়যে, প্রকল্প সমাপ্ত হবার পর নথিপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি।

১৫। অডিট সংক্রান্ত তথ্যঃ

পিসিআর ও পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, ইন্টার্নাল ও এক্সটার্নাল কোন প্রকার অডিট সম্পন্ন করা হয়নি।

১৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

উদ্দেশ্যে	অর্জন
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন মুলক প্রশিক্ষণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের সনাক্তকরণ।	এনজিও দ্বারা পরিচালিত জরীপের মাধ্যমে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) শিশু শ্রমিক সনাক্ত করা হয়েছে।
ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রমের দীর্ঘমেয়াদী বিরুপ প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা।	পোস্টার লিফলেট বুকলেট বিলবোর্ড টিভি ফিলার, সেমিনার সভা ইত্যাদি আয়োজন ও প্রচারের মাধ্যমে জনসচেতনতা বাড়ানো হয়েছে।
ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদের জন্য অপেক্ষাকৃত উন্নত কর্মসংস্থান তৈরী করা।	বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যেম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।
সরকারী কর্মকর্তা, শ্রমিক, এনজিও এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে সমন্বয়কে শক্তিশালী করা।	সভা সেমিনার র‍্যালীসহ নানাবিধ কর্মকান্ডের মাধ্যেম সরকারী কর্মকর্তা, শ্রমিক, এনজিও এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে সমন্বয়কে শক্তিশালী করা হয়েছে।
ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	মন্ত্রণালয়ে চাইল্ড লেবার ইউনিট (CLU) নামে একটি ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যাতে শিশুশ্রম নিরসন কার্যক্রম যথাযথভাবে সমন্বয় এবং অগ্রনী ভূমিকা পালন করা যায়।
পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ থেকে সকল ধরণের শিশুশ্রম প্রত্যাহার ও দূরীকরণের কৌশলগত নীতি নির্ধারণ করা।	শিশু শ্রম নীতিমালা তৈরি ও শিশু আইনের সাথে মিল রেখে আইনি সংস্কার করার কাজ চলমান রয়েছে, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের তালিকা করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ কে যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করে সংশোধন আইন ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি গ্রহন করা হয়েছে।

১৬.১ উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ

ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনের ব্যপারে কতটুকু অর্জন সাধিত হয়েছে বা কতজন শিশু ঝুঁকিপর্ণ কাজ থেকে সরে এসেছে, কতজন শিশু বা তার পরিবারের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটেছে এসব বিষয় সরাসরি নিরুপণ করার কোন কার্যক্রম বা পদ্ধতি এই প্রকল্পের ডিজাইনে ছিল না। সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর এবং পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় মূল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১৭। পর্যবেক্ষণ/সমস্যাঃ

১৭.১ জনবল স্বল্পতাঃ প্রকল্পে ১৬৬৭ টি কেন্দ্রের জন্য ০৬ জন সহকারী পরিচালক এবং ১৮ জন সুপারভাইজার পদ রাখা ছিল যা দিয়ে সুষ্ঠুভাবে তদারক ও পরিবীক্ষণের কাজ করা দুষ্কর।

১৭.২ সার্ভিস চার্জের ব্যয় বিভাজন না থাকাঃ এনজিওদের সাথে কৃত চুক্তিতে তাদের সার্ভস চার্জের ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট ব্যয় বিভাজন ছিলনা। ফলে এবিষয়ে প্রকল্প চলমান অবস্থায় মনিটরিং বা জবাবদিহিতার সুযোগ কম ছিল।

১৭.৩ স্বল্পতম সময়ে জরীপ করাঃ প্রকল্প শুরুতে সময় এনজিওদের মাধ্যমে স্বল্পতার কারণে দ্রুততার সাথে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে নিয়োজিত শিশুদের জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয় যাতে ৫০,০০০ শিশুশ্রমিকের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মাত্র সপ্তাহখানেকের মধ্যে সম্পন্ন করা এই জরিপের মাধ্যমে কতটুকু বাস্তবসম্মত ও নির্ভুল তথ্য পাওয়া সম্ভব তা প্রশ্নবিদ্ধ থেকে যায়, যা এই প্রকল্পের মধ্যমেয়াদী মূল্যায়ন প্রতিবেদনেও উঠে এসেছে।

১৭.৪ বাস্তবায়নকারীদের ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা না থাকাঃ প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত প্রকল্প কর্মকর্তা, এনজিও কর্মকর্তা এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষক/প্রশিক্ষদেরকে প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সম্পর্কে কোন ওরিয়েন্টেশন প্রদান বা তা বাস্তবায়নের জন্য মুদ্রিত কোন গাইডবুক তৈরী বা বিতরণ করা হয়নি।

১৭.৫ উপবৃত্তির হার কমঃ বাজারমূল্য ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের তুলনায় শিশুদেরকে প্রদত্ত উপবৃত্তির(উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দৈনিক ৮/-) পরিমাণ যথেষ্ট কম ছিল।

১৭.৬ প্রশিক্ষণার্থীদের সবাইকে টুলস না দেয়াঃ দরিদ্র শিশুর পক্ষে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ পরবর্তী আয়বর্ধক কাজে যুক্ত হওয়ার জন্য কর্মক্ষেত্র কতটুকু প্রস্তুত? তাছাড়া কিসের ভিত্তিতে ২৫% বা ৫০% শিশুদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী টুলস প্রদান করা হয়েছে। বাকীদেরকে বাদ দেবার যৌক্তিকতা কতটুকু?

১৭.৫ আর্থিক সুবিধা বা ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা না থাকাঃ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা ও প্রকল্পের পূর্ববর্তী পর্যায়গুলোর মূল্যায়ন অভিজ্ঞতা প্রতীয়মান হয় যে, শিশুদের অভিভাবকদের জন্য আর্থিক সুবিধা বা ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার বা 'ইন্টারভেনশন ইস্যু' হতে পারতো যা এই প্রকল্পে ছিলনা।

১৭.৬ প্রকল্প পরবর্তী ডাটাবেজ বা তথ্য ভান্ডার না থাকাঃ প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর অংশগ্রহণকারী শিশুদের পরবর্তী কার্যক্রম অর্থাৎ তাদের উপর অভিভাবক/পরিবারের আর্থিক অবস্থার কতটুকু পরিবর্তন হচ্ছে বা শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজের বাস্তব অবস্থা কি এবং দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে তাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরীর পরিস্থিতি মনিটরিং এর বিষয়াদি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত না থাকায় এবিষয়ে কোন ডাটাবেজ নেই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য অর্জন কতটুকু সম্ভব হয়েছে তা নিরুপন করা দুরূহ রয়ে গেছে।

১৭.৭ অডিট না করাঃ প্রকল্পের পিসিআর ও প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, এই প্রকল্পের ইন্টার্নাল ও এক্সটারনাল কোন প্রকার অডিট করা হয়নি।

১৮। সুপারিশঃ

১৮.১ ভবিষ্যতে গৃহীতব্য প্রকল্পের অবস্থান, কর্মপরিকল্পনা ও কাজের ব্যপ্তি সঠিকভাবে নিরুপন করে পর্যাপ্ত লোকবলের ব্যবস্থা রাখতে হবে- যাতে সঠিক তদারকী ও পরিবীক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জন করা যায়।

১৮.২ বাজারমূল্য ও জীবযাত্রার ব্যয়সহ সার্বিক দিক বিবেচনায় নিয়ে ভবিষ্যতে গৃহীতব্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে উপবৃত্তির হার, সার্ভিসচার্জ, পরিকল্পিত ব্যয় বিভাজন ইত্যাদি নির্ধারণ করতে হবে।

১৮.৩ দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ যুগোপযোগী ও বাস্তব চাহিদাভিত্তিক করে এর মেয়াদকাল, কোর্স ডিজাইন ও পর্যাপ্ত ম্যাটেরিয়ালের ব্যবস্থা করতে হবে। সফলভাবে সমাপনকারীদের সবাইকে প্রশিক্ষণ পরবর্তী টুলস প্রদান করা উচিত। এসব বিষয় পরবর্তী প্রকল্প প্রণয়ণের সময় যত্নবান হওয়া ও তদনুযায়ী সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

১৮.৪ দারিদ্র্যের কষাঘাতে জড়িত পরিবার বাধ্য হয়েই শিশু সন্তানকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে পাঠায়। অভিভাবকসহ নিযোগদানকারী মালিক বা কর্তৃপক্ষের জন্য মোটিভেশন ও সচেতনতা বা উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম ভবিষ্যতে গৃহিতব্য প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন।

১৮.৫ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ শেষে শিশুদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রাখতে হবে। দরিদ্র পরিবারগুলোর আয়বর্ধক/কর্মসংস্থানমূলক কাজের জন্য আর্থিক (ক্ষুদ্রঋণ প্রভৃতি) এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার বিষয়টি ভবিষ্যতে গৃহিতব্য প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

১৮.৬ এই প্রকল্প ছাড়াও অন্যান্য কর্মসংস্থান বা দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রকল্পের আওতায় অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহপূর্বক তা প্রকল্প অফিসসহ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টদের কাছে তথ্য ভান্ডার হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে।

১৮.৭ মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত কাযর্ক্রম হিসাবে দেশব্যাপী উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয় বা এনজিও কর্তৃক অনুরূপ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়ে থাকলে কেন্দ্রীয়ভাবে সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে এর বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

১৮.৮ প্রকল্পটির দ্রুত অডিট সম্পন্ন করে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে।